দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...11 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা চালুর প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সকল দপ্তরে দাপ্তরিক কাজ বাংলায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৩১শে মার্চের পর কেউ যদি সরকারের এই আদেশ অমান্য করে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া সরকারী নির্দেশে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব বলিয়াছেন, পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তরগুলি বাংলায় কাজ করাকে গুরুত্ব দিতেছে না। সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংরেজী টাইপিস্টদের বাংলায় টাইপ করার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকারী অফিস-আদালতে বাংলা প্রচলনে বামফ্রন্ট সরকারের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সন্দেহ নাই। তবে এই পদক্ষেপটি খুবই বিলম্বে নেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা রাজ্যটিকে বাংলাদেশ বলে। যদিও প্রকৃত বাংলাদেশ সীমান্তের এপারের এই অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ভারতের একটি রাজ্য মাত্র এবং ইহা এমনই এক রাজ্য যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্য যখন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য আন্দোলন করিয়াছে তখন সে আন্দোলন হইতে বিরত রহিয়াছে। ফলে রাজ্যের সকল অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ কেবল মাড়োয়ারী হিন্দু বা দিল্লীকেন্দ্রিক লোকদের হাতে চলিয়া যায় নাই, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতিও অবাঙালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাই কলিকাতার কোথাও বাংলায় লেখা সাইন বোর্ড দেখা যায় না। সব হয় হিন্দী অথবা ইংরেজীতে লেখা। ওখানকার বাঙালীরা বাংলার পরিবর্তে হিন্দীতে কথা বলে। যে কোন বহিরাগতের মনে হইবে কলিকাতায় কোন বাঙালী নাই। পূর্ব চেনাজানা হইলে অবশ্য বাংলা বলে। আসলে কলিকাতায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বাঁচিয়া আছে আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা, রবীন্দ্র সদন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিসে হিন্দীর ব্যাপক চর্চা থাকায় মফস্বলের যে লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে তাহারাও হিন্দী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বহন করিয়া নিয়া যায়। দূরদর্শন ও জিটিভির কল্যাণে এখন হিন্দীও পশ্চিমা ভাষা ও সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতি উদ্ভবের প্রধান কারণ বৃটিশ আমলে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তর এবং তখন হইতে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি অবাঙালীদের হাতে চলিয়া যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হিন্দুরা বহুপূর্ব হইতে সরকারী ও বেসরকারী অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়া ও খাতা লিখিয়া তৃপ্তিবোধ করিত। কিন্তু তাহাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যে অবাঙালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিবার কোন অবকাশ তাহারা পায় নাই। তাই এখন পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা শূন্যহস্ত, নিজ দেশে প্রায় পরবাসী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মুহূর্তে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলা চালু করিতে গিয়া সফল হইবেন কিনা তাহাও বলা যায় না। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হিন্দুরা বাঙালী হিসাবে তৃপ্তিবোধ করার পরিবর্তে ভারতীয়বোধ করিতে আনন্দ পায় বেশী। সে কারণে প্রতিবেশী অহমিয়া, নাগা, মিজো, গুর্খা বা দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি রাজ্যের লোকেরা যখন অর্থনৈতিক ও ভাষা এবং সংস্কৃতিগত স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করে তখন পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চল-নিশ্চুপ থাকে। তবুও যে জ্যোতিবসু বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়াছেন ইহাই বড় কথা। তিনি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দিল্লীর বিমাতাসুলভ আচরণের নিন্দাবাদও করেন মাঝে মাঝে।